যায়যায়দিন

তারিখ JUL 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি

সিনেট অধিবেশন হচ্ছে না ৬ বছর

রাজশাহী অফিস

৬ বছর ধরে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে সিনেট অধিবেশন হচ্ছে না। এ সময় সিনেটের অনুমোদন ছাড়াই পাস হয় ৪টি অর্থবছরের বাজেট। উন্মুক্ত বিতর্ক ছাড়াই অনুমোদন পাচ্ছে ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট ও ছাত্র প্রতিনিধির নির্বাচনও বন্ধ রয়েছে। সর্বশেষ সিনেট অধিবেশন হয় ২০০১ সালের জুন মাসে।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ৭৩-এর অ্যাক্ট মতে, সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক সংস্থা সিনেট। সিনেটের সদস্য থাকেন ১০৫ জন। এর মধ্যে ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার ছাড়াও রয়েছেন সরকার মনোনীত কর্মকর্তা, স্পিকার মনোনীত এমপি, চ্যান্সেলর মনোনীত শিক্ষাবিদ, সিন্ডিকেট মনোনীত গবেষণা সংস্থা প্রতিনিধি, শিক্ষা পরিষদ মনোনীত কলেজ অধ্যক্ষ, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক প্রতিনিধি ও ছাত্র প্রতিনিধি।

৭৩-এর অ্যাক্ট অনুযায়ী সিনেটররা যদি মনে করেন প্যানেল নির্বাচনের মাধ্যমে ভিসি নির্বাচিত হবেন, তাহলে অবশ্যই নির্বাচন দিতে হবে দায়িত্বে থাকা ভিসিকে। সিনেটরদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে ভিসি প্যানেল। সর্বশেষ এই নির্বাচন হয়েছে ১৯৯৯ সালে। এই নির্বাচনের পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট প্রফেসর সাইদুর রহমান খানকে ৪ বছরের জন্য ভিসি নিয়োগ দেন। তার সময়ে ২ বার সিনেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ হয় ২০০১ সালের জুন মাসে। এ বছরের অক্টোবর মাসে সরকার জেনারেল ক্লোজ অ্যাক্ট বলে তাকে অপসারণ করে। এই অপসারণের বৈধতা নিয়ে ওই সময় প্রফেসর খান হাই কোর্টে রিট করলে সরকারকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। ২০০১ সালের ১২ নভেম্বর প্রফেসর ফাইসুল ইসলাম ফারুকীকে ৪ বছরের জন্য ভিসি পদে নিয়োগ দেয়া হয়। সে সময় থেকে আর সিনেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি। ৭৩-এর অ্যাক্টে বলা আছে, ভিসিকে অবশ্যই বছরে কমপক্ষে ১ বার সিনেট অধিবেশন ডাকতে হবে।

এছাড়া ১০৫ সদস্যের সিনেটের মধ্যে ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট পদে ৩ বছরের জন্য সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালের ২১ মার্চ। সিনেটের ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি পদে সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালে। এরপর এই ২ ক্যাটাগরিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। সিনেটের এসব পদের ৩ বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই।

দলমত নির্বিশেষে ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা এখন সিনেট অধিবেশন চান। তাদের অভিমত, এর মাধ্যমে ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উন্মুক্ত বিতর্কের সুযোগ থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে জবাবদিহি করতে হয় ইউনিভার্সিটি প্রশাসনকে।

এ ব্যাপারে সাবেক ভিসি প্রফেসর সাইদুর রহমান খান যায়যায়দিনকে বলেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও এই সরকারের আমলে সিনেট অধিবেশন হচ্ছে। বাজেটগুলো পাস হয়েছে সিনেটে উন্মুক্ত আলোচনার পর। তাহলে এখানে ভয় কোথায়?

বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. এম আলতাফ হোসেন যায়যায়দিনকে বলেন, দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি একবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি।